MAY 30 2001

দৈনিক ইনকিলাব

কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-২

এখন স্বয়ং চেয়ারম্যান বোর্ডের তহবিল লুণ্ঠন করছেন

আহমদ সেলিম রেজা ॥ বাংলাদেশে সরকার স্বীকৃত ইসলামী শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান, সনদপত্র প্রদান, মঞ্জুরি প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অনুমোদন ও মুদ্রণ, প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষাস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এককভাবে পালন করতে হয় এই মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাজের চাপ ও পরিধি ব্যাপক।

কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়োজিত একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অনীহা ও উন্নাসিকতা। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের অধিকাংশই সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক। অনেকে এই সুযোগে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে লুটপাট ও নিজেদের ভাগ্য গড়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলছেন। তবে ইতিপূর্বে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সম্প্রতি নতুন চেয়ারম্যান যোগদানের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টে যায়। নতুন চেয়ারম্যান মাদ্রাসা বোর্ডে যোগ দেয়ার

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

৮-এর পৃষ্ঠার পর

পরপরই তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ফলে বোর্ডের ইউনিয়নের সাথে তার বিরোধ চরমে ওঠে এবং এক পর্যায়ে মাদ্রাসা বোর্ডে ইউনিয়নের ডাকে ১৫ দিনের ধর্মঘটও পালিত হয়। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মুদ্রণ কাজের কমিশন গ্রহণ, হিসাব শাখার সিডি ও ডিডি ব্যাংক ড্রাফট

নিয়মিত ব্যাংকে জমা না দিয়ে ফেলে রাখা (আত্মসাৎ নয়) বোর্ডের হিসাব শাখার আয়-ব্যয় আপটুডেট না রাখা, গোডাউনে অব্যবহৃত অবস্থায় ১০ লাখ পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র ফেলে রাখা ইত্যাদি অভিযোগ এনে ইউনিয়ন নেতাদের জিম্মি করে ফেলেন, এমনকি সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়াবাড়ি করলে চূড়ান্তভাবে চাকরিচ্যুতির হুমকি দেয়া হয়। বোর্ড চেয়ারম্যানের এই কৌশলের কাছে ইউনিয়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জিম্মি হয়ে পড়েন। চেয়ারম্যান সাহেব তার ক্ষমতা সংহত করতে ১৫ দিনের ধর্মঘটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কেটে নেন। ফলে বোর্ডে একক কর্তা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হন। নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মহোদয় মাদ্রাসা বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাথে নিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডকে লুটপাট ও নিজের ভাগ্য গড়ার কারখানায় পরিণত করেছেন।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর থেকেই নিজের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের তহবিল নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তিনি শুধুমাত্র নিজের অফিস কক্ষ সাজাতেই বোর্ডের-তহবিল থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ করেছেন। ২৫ হাজার টাকায় কার্পেট কিনেছেন। নতুন চেয়ার, টেবিল, সোফা ও নতুন আসবাবপত্র কিনেছেন। কিন্তু এজন্য বিধি মোতাবেক তিনি কোন টেন্ডার আহবান করেননি। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, নিজ দফতরে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি বোর্ডের বিধি লংঘন করে নিজ দায়িত্বে একজন কম্পিউটার অপারেটর ও একজন ড্রাইভার নিয়োগ দিয়েছেন। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগও রয়েছে। বোর্ডে তিনজন ড্রাইভার থাকা সত্ত্বেও নতুন ড্রাইভার নিয়োগের কারণ জানা যায়নি। তবে নতুন ড্রাইভারকে চেয়ারম্যান সাহেবের ব্যক্তিগত গাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত বোর্ডের পুরাতন গাড়ীটি চালাতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই গাড়ীটি ছিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত অফিশিয়াল কার হোন্ডা সিভিক। নিয়োগ লাভের পর এই গাড়ীটিই তিনি নিজের দায়িত্বে কনডেম ঘোষণা করেন এবং বোর্ডের অপচয় রোধ করার জন্য গাড়ীটি বিক্রির উদ্যোগ নেন। অফিসের প্রচলিত নিয়ম লংঘন করে তিনি এককভাবে এই গাড়ী বিক্রির জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করেন এবং জনৈক আত্মীয় দ্বারা টেন্ডার দাখিল করে মাত্র ৩৫ হাজার টাকায় একটি চালু হোন্ডা সিভিক বিক্রি করে দেন। কার্যত তিনি নিজেই গাড়ীটি কিনে নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি সে গাড়ীর তেল খরচ ও ড্রাইভারের বেতন বোর্ড অফিস থেকেই নির্বাহ করা হচ্ছে। বোর্ডের আর্থিক অপচয় রোধের নামে নতুন চেয়ারম্যান মহোদয় এভাবেই বোর্ডের তহবিল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য নতুন মডেলের পাজেরো জীপ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে তিনি বোর্ডের তহবিল লুণ্ঠন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তথ্য অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, তিনি বোর্ডের জন্য ২৮ লাখ ২৫ হাজার টাকায় র‍্যাংগস লিমিটেড কোম্পানীর যে পাজেরো জীপটি ক্রয় করেছেন (নং ঢাকা মেট্রো-খ-১১-৩১৯৫), তা অক্টোবর ২০০০ মডেলের গাড়ী। যার বাজার মূল্য ১৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা মাত্র। এক্ষেত্রে বোর্ড তহবিল থেকে তিনি ১২ লাখ টাকা লুটে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই লুটপাটের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল সিদ্ধান্ত লংঘন করতেও পরোয়া করেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ডের গাড়ী কেনার জন্য ২০ লাখ টাকার বাজেট অনুমোদন করেছিল। কিন্তু তিনি সে বাজেটের অতিরিক্ত সোয়া ৮ লাখ টাকা ব্যয় দেখিয়ে তা আত্মসাৎ করেন। শুধু তাই নয়, গাড়ী ক্রয়ের টেন্ডার আহবান এবং টেন্ডার ড্রপিংয়ের ক্ষেত্রেও তিনি চরম দুর্নীতির আশ্রয় নেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। তিনি বোর্ডের উন্নয়ন ও জমি ক্রয় খাতের তহবিল থেকে বোর্ডের উন্নয়ন ও জমি ক্রয় না করে নিজের গাড়ী ক্রয়ের নামে তা আত্মসাৎ করেন। অথচ ৬ হাজার টাকা বন্যা ভাতা গ্রহণের দায় তিনি জনৈক কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুতির সুপারিশ করেছেন।

বোর্ডে যোগদানের পর বোর্ডের পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণসহ বোর্ডের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ফাইলচাপা দিয়ে তিনি যেসব কাজে নগদ অর্থের লেনদেনের সুযোগ রয়েছে, সেসব কাজকে তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।